মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	১	০	০	০	১	• (-) % • ১০০%	০	• (-) % • %

১| সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ (এক)

২| সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ: প্রযোজ্য নয়

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

ক) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়| ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;

খ) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে সময়ক্ষেপণ হয়;

গ) প্রকল্প দপ্তরে উপযুক্ত জনবল সংকটের কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়|

৩| সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	৩.১ দীর্ঘ বিলম্বিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়াতে প্রকৃত ভূমিহীন ও মুক্তিযোদ্ধা বাছাইতে যেমন সময় ক্ষেপণ হয়েছে তেমনি সহায় সম্বলহীন বীর মুক্তিযোদ্ধারাও যথাসময়ে একটি মাথা গোজার ঠিকানা অনেক দেরীতে পাওয়াতে ভোগান্তির সম্মুখিন হয়েছেন|
৩.২ প্রকল্প ডিজাইনে ত্রুটি	৩.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাঁসমুরগী এ গবাদি পশুর সেডের স্থান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফলে এই শেডগুলো উপযুক্ত কাজে ব্যবহৃত না হয়ে সুবিধাভোগীরাও তাদের প্রয়োজনে অন্য কাজে ব্যবহার করছে। এতে প্রকল্প গ্রহনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেমন বাস্তবায়িত হচ্ছেনা তেমনি সুবিধাভোগীরা ও কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেনা।
৩.৩ কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত|	৩.৩ কিছু কিছু বীর নিবাস নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ও মালামাল ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়	অনেক বীর নিবাসের মেঝে ফাটল, দেয়ালের রং উঠে যাওয়া, দরজা জানালায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারসহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেসব

সমস্যা	সুপারিশ
	বীর নিবাস নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো মেরামত বা ঠিক করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩.৪ এক্সিট প্ল্যান সংক্রান্ত সমস্যা	৩.৪ বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা হত দরিদ্র। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত আবাসন ভবিষ্যতে রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজন হলে তার ব্যয়ভার বহন করার মত সামর্থ্য তাদের নেই। তাই ভবিষ্যতে এসব বীর নিবাস রক্ষনাবেক্ষণের জন্য এখন থেকে সংস্থা/মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণশীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : **ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প**

২। প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : **জনাব পুলক কান্তি বড়ুয়া**

৩। প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ : **১৩/০৬/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ**

৪। প্রকল্পের অবস্থান : **দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৬টি উপজেলা**

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

৬। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*
২২৭৯৭.৩৭	২৭১১১.৯৫	২৬৬৩৭.২৫	০১-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫	০১-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৮	০১-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৮	১৮.৯৩%	৮৫.৭১%

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	**বেতন**					
	১) অফিসারদের বেতন	জন	৬	৭৫.১৮	৬ (১০০%)	৭৫.১৮ (১০০%)
	২) কর্মচারীদের বেতন	জন	৮	১৫.৩৯	৮ (১০০%)	১৩.৬১ (৮৮.৪৩%)
	৩) ভাতাদি			৯২.৪৭		৭৭.২৪ (৮৩.৫২%)
২	সরবরাহ ও সেবা (ট্রেনিং এবং আউটসোর্সিং স্টাফদের বেতন)	থোক	-	৪০০.২৫		৩৭৯.৯৮ (৯৪.৯৩%)
৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	-	৩৮.৬৫		৩৮.৪২ (৯৯.৪০%)
	মোট রাজস্ব ব্যয়			৬২১.৯৪		৫৮৪.৪৩ (৯৩.৯৭%)
(খ) মূলধন ব্যয় :						
৪	১) বাসস্থান নির্মাণ	সংখ্যা	২৯৭১	২৬৩১৫.৯৪	২৯৬২ (৯৯.৭০%)	২৫৮৮০.৭৬ (৯৮.৩৫%)

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	২) জীপ	সংখ্যা	২	১৫৩.০০	২ (১০০%)	১৫৩.০০ (১০০%)
	৩) মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১	২.০০	-	-
	৪) কম্পিউটার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৬	৪.৯৪	৫ (৮৩.৩৩%)	৪.৯৪ (১০০%)
	৫) অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	-	৫.২৮	-	৫.২৭ (৯৯.৮১)
	৬) আসবাবপত্র	থোক	-	৪.৫০	-	৪.৫০ (১০০%)
	৭) টেলিফোন	সংখ্যা	২	০.৪৪	২ (১০০%)	০.৪৪ (১০০%)
	৮) অন্যান্য	থোক	-	৩.৯১	-	৩.৯১ (১০০%)
৫	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	-	০.০০	-	-
৬	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	-	০.০০	-	-
	মোট মূলধন ব্যয়			**২৬৪৯০.০১**		**২৬০৫২.৮২ (৯৮.৩৫%)**
মোট ব্যয়				**২৭১১১.৯৫**		**২৬৬৩৭.২৫ (৯৮.২৫%)**

৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ জমি সমস্যা, জমিঘটিত মামলা এবং ঠিকাদার কর্তৃক কম দরপত্র প্রদানের কারণে ৯টি বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

১০। পটভূমিঃ

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বিশ্বের ইতিহাসে এক অসাধারণ অর্জন। পাকবাহিনী ও তাদের স্থানীয় যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার সাথে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পুরুষ, নারী, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাদার, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, যুবক এবং সকল শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়েছিল। ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানিরা একটি রক্তাক্ত গণহত্যা শুরু করে ইতিহাসে লজ্জাজনক অধ্যায় যোগ করে। তারা বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী, মুক্তিযোদ্ধা এমনকি নবজাতক ও শিশুকেও হত্যা করা হয়েছিল এবং পাকবাহিনীর সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর জনগণ একই পতাকাতলে জড়ো হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ আবির্ভূত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ সাহসীকথার সাথে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল , তাদের অনেকেই তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল , তাদের অনেকেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, নারীরা তাদের সম্ভ্রম হারিয়ে গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। আমাদের স্বাধীনতার প্রায় ৪৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক যে আমরা আমাদের স্বাধীনতার মহান নায়কদের , মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। ২৩ /১০/২০০১ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সমৃদ্ধ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নিশ্চিত করা তন্মধ্যে একটি অন্যতম কাজ । মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই নিম্নমানের আবাসনে অবস্থান করছেন যেখানে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই । অতএব, উত্তম আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি।

১১। উদ্দেশ্যঃ প্রাথমিক পর্যায়ে আবাসিক সুবিধা প্রদান করে সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রচার করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি হ'ল:

- উন্নত আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে দৈন্যপীড়িত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করন।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্মৃতিগুলো তুলে ধরে দেশপ্রেমিক অনুভূতির প্রচার।
- পরিকল্পিত বাসস্থান নির্মাণ করা, স্যানিটেশন এবং পানি সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি করা।
- আয় ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

১২। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

সময় বৃদ্ধিঃ ২৪-০৫-২০১২ ইং তারিখে ডিপিপি অনুমোদিত এবং ১৭ -০৭-২০১২ইং তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত। ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করার জন্য প্রকল্পটি ২০১২ সালের মে মাসে কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পের মূল সময়সীমা ছিল ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা উপজেলা কমিটির মাধ্যমে প্রেরিত হয় এবং পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন করা হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধিঃ প্রকল্পের একটি সংশোধিত (বর্ধিত) সমাপ্তির সময় অনুমোদিত হয়েছে বিধায় এ বর্ধিত সময়ের জন্য বেতন, পরিচালনা খরচ ইত্যাদিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাজের পরিধি পরিবর্তনঃ

১) মূল ডিপিপি প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা ছিল ৬৪টি জেলা ও ৪৮৪টি উপজেলা। তবে আটটি (আট) উপজেলা যেমন রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, বিলাইছড়ি, জুরাইছড়ি, নানিয়ারচর, রাজস্থলি ও বান্দরবান জেলার রুয়াংছড়ি, রুমা, থানচি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কম থাকায় তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২) অবকাঠামোগত স্থায়িত্বের জন্য ইটের ভিত্তির স্থলে আরসিসির ভিত্তি স্থাপনার জন্য নকশা পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩) মুক্তিযোদ্ধাদের চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যুতের কাজ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৪) আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকায় টিউবওয়েল এর বোরিং গভীরতা চাহিদার ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রেট সিডিউল এর পরিবর্তনঃ ২০১১-১২ অর্থবছরের এলজিইডি'র রেট সিডিউল অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর বাজার মূল্য এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য মোট ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। ক্রয় কার্যক্রমঃ

১৪। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৬৬৩৭.২৫ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯ ৮.২৫ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৭০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ , অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-১২	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০
২০১২-১৩	১৪২.০৮	১৪২.০৮	-	১৫০.০০	১৪২.০৮	১৪২.০৮	-	৭.৯২
২০১৩-১৪	২৯০৫.২৮	২৯০৫.২৮	-	৩৩৭৫.০০	২৯০৫.২৮	২৯০৫.২৮	-	৪৬৯.৭২
২০১৪-১৫	৫৪৭৬.৭	৫৪৭৬.৭	-	৫৫০০.০০	৫৪৭৬.৭	৫৪৭৬.৭	-	২৩.৩০

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১৫-১৬	৭৪৬২.৬৩	৭৪৬২.৬৩	-	৭৫০০.০০	৭৪৬২.৬৩	৭৪৬২.৬৩	-	৩৭.৩৭
২০১৬-১৭	৫৪৪৭.২৪	৫৪৪৭.২৪	-	৫৫০০.০০	৫৪৪৭.২৪	৫৪৪৭.২৪	-	৫২.৭৬
২০১৭-১৮	৫৬৭৮.০২	৫৬৭৮.০২	-	৫৬৬৮.০০	৫২০৩.৩২	৫২০৩.৩২	-	৪৬৪.৬৮
সর্বমোট	**২৭১১১.৯৫**	**২৭১১১.৯৫**	**-**	**২৭৬৯৩.০০**	**২৬৬৩৭.২৫**	**২৬৬৩৭.২৫**	**-**	**১০৫৫.৭৫**

১৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
মমিন মুজিবুল হক সমাজী প্রকল্প পরিচালক	হ্যাঁ	-	০৯/০৮/২০১৩	৩০/১২/২০১৩	
এ. কে. আজাদ প্রকল্প পরিচালক	হ্যাঁ	-	৩০/১২/২০১৩	২৮/০৪/২০১৬	
ক্য হলা খই প্রকল্প পরিচালক	হ্যাঁ	-	২৮/০৪/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮	

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

ক্রঃ	উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১।	উন্নত আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।	ফলাফল অর্জিত হয়েছে।
২।	বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্মৃতি তুলে ধরা এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি প্রচার করা।	ফলাফল অর্জিত হয়েছে।
৩।	পরিকল্পিত বাসস্থান , স্যানিটেশন এবং পানি সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি করা।	ফলাফল অর্জিত হয়েছে।
৪।	মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে মুক্তিযোদ্ধাগন তাদের জীবনযাত্রার মান অক্ষুন্ন রাখতে পারেন।	লক্ষ্যমাত্রার ১০০০টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অর্জন নিশ্চিত হয়েছে।

১৭। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ

১৮। অডিট : অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত।

১৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি । তবে উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ে বিলম্ব, জনবল, লজিস্টিক সমস্যা এবং প্রত্যন্ত এলাকায় নির্মাণসামগ্রী নেয়ার ঝুঁকি বাস্তবায়নকালে সমস্যা সৃষ্টি করে।

২০। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run): ০১-০১-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারিত ছিল । পরবর্তীতে ৩০-০৬-২০১৮ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় । এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ৮৫.৮৯% অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।

২১। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন(If any): প্রযোজ্য নয়।

২২। চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ: সাইট প্রাপ্তিতে বিলম্ব, প্রত্যন্ত এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী পৌছানোর প্রতিকূলতা , কিছুক্ষেত্রে ঠিকাদারের কাজ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ।

২৩।এক নজরে পরিদর্শনের কিছু আলোকচিত্র:

চিত্র-১ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য নির্মিত বীর নিবাস



চিত্র-২ বীর নিবাসে গবাদি পশুর শেড



চিত্র-৩ বীর মুক্তিযোদ্ধার বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর নিবাস



চিত্র-৪ বীর নিবাসের মেঝেতে ফাটল



চিত্র-৫ বীর নিবাসে নির্মিত হাঁস-মুরগীর শেড



চিত্র-৬ বীর নিবাসের অমসৃন দরজায় ফাটল



২৪। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

গত ১৩/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে আইএমইডি 'র পরিচালক জনাব পুলক কান্তি বড়ুয়া কর্তৃক "ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় বাস্তবায়িত ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরিচালকের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সহযোগীতা প্রদান করেন। বোয়ালখালী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হামিদুল হক শিকদারের জন্য নির্মিত বাসস্থান বীরনিবাস পরিদর্শনকালে দেখা যায় সেখানে মুক্তিযোদ্ধা জনাব হামিদুল হক শিকদার আবাসন বুঝে পাওয়ার পর থেকে বসবাস শুরু করেছেন। উক্ত বীর নিবাসে ডিজাইন অনুযায়ী

বেডরুম, কিচেন, লেট্রিন, গবাদিপশুর শেড ও হাঁসমুরগীর শেড আছে। তবে গবাদি পশুর শেড ও হাঁসমুরগীর শেডে গরু ছাগল ও হাঁস-মুরগী না থাকায় অন্যান্য গৃহস্থলী সামগ্রী রাখার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বীর নিবাসটির বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নিজস্ব ডিজাইনে আরো ভবন নির্মাণ করে সম্প্রসারণ করায় এটার প্রকৃত ডিজাইনের পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে এটাকে ভবনের রং দেখে চিহ্নিত করে নিতে হয়।

বোয়ালখালীর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব অনিল দে-এর জন্য বরাদ্দকৃত বীর নিবাস পরিদর্শনকালে দেখা যায়, উক্ত বীর নিবাসে তিনি পরিবার নিয়ে বসবাস করেছেন। এখানেও ভবনের ডিজাইন অনুযায়ী বেডরুম, লেট্রিন, গবাদিপশুর শেড ও হাঁসমুরগীর শেড আছে। এখানেও উক্ত আবাসনের বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার কোন গরুছাগল হাঁসমুরগী না থাকায় এই শেডগুলো পরিবারের প্রয়োজনে অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বীর নিবাসটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বীরনিবাসের মেঝে বিভিন্ন থাকে ফাটল দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, ঘরের দরজা জানালায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। ঘরের দরজাগুলোতে ইতোমধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ফিনিশিং ভালো হয়নি। এমনকি দরজায় লাগানো ছিটকিনিও (লক) নিম্নমানের ও পাতলা বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া, লেট্রিনের জন্য বসানো রিং-এর মানের ব্যাপারেও বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা অভিযোগ করেছেন।

২৫। সুপারিশ:

২৫.১। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে জানুয়ারী/১২ খ্রিস্টাব্দে। প্রকল্পটি জুন/২০১৫ খ্রিস্টাব্দে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সমাপ্ত হয়েছে জুন/২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। এই দীর্ঘ বিলম্বিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়াতে প্রকৃত ভূমিহীন ও মুক্তিযোদ্ধা বাছাইতে যেমন সময় ক্ষেপণ হয়েছে তেমনি সহায় সম্বলহীন বীর মুক্তিযোদ্ধারাও যথাসময়ে একটি মাথা গোজার ঠিকানা অনেক দেরীতে পাওয়াতে ভোগান্তির সম্মুখিন হয়েছেন। তাই ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে আরো যত্নবান ও সচেষ্ট হতে হবে। বিশেষত: প্রথমে বরাদ্দের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তার পর প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

২৫.২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাঁসমুরগী ও গবাদি পশুর শেডের স্থান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফলে এই শেডগুলো উপযুক্ত কাজে ব্যবহৃত না হয়ে সুবিধাভোগীরাও তাদের প্রয়োজনে অন্য কাজে ব্যবহার করছে। এতে প্রকল্প গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেমন বাস্তবায়িত হচ্ছে না তেমনি সুবিধাভোগীরাও কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন না।

২৫.৩। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত আবাসনের পরিমাণ অপ্রতুল। এ জন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধার নিজস্ব প্রয়োজনে আবাসনের সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জায়গার সংস্থানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২৫.৪। কিছু কিছু বীর নিবাস নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ও মালামাল ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক বীর নিবাসের মেঝে ফাটল, দেয়ালে রং উঠে যাওয়া, দরজা-জানালায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারসহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। যে সব বীর নিবাসে নির্মাণ সামগ্রী নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে অথবা অভিযোগ পাওয়া গেছে এগুলো মেরামত বা ঠিক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫.৫। বীর নিবাস বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা হত দরিদ্র। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত আবাসন ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজন হলে তার ব্যয় ভার বহন করার সামর্থ্য তাঁদের নেই । তাই ভবিষ্যতে এসব বীর নিবাস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখন থেকে সংস্থা/মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৫.৬। উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক আগামী ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কে অবহিত করতে হবে।